মিল-অমিলের দূর্গাপূজা ২০০৮

আনিসুর রহমানঃ প্রতি বছরের মত এবারও সিডনীতে বেশ ধুমধামের সাথে দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়ে গেল। এতদিন বাংলাদেশীদের পূজা সংগঠন ছিল দু'টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার এবং বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন। এবছর থেকে মনে হয় সংগঠন তিনটা হলো। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ভেঙ্গে দু'টা হয়েছে। এক পক্ষের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক - শ্রী নির্মল পাল ও শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্য; অন্যটির সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন - শ্রী লক্ষীকান্ত গুপ্ত ও শ্রী অপু সাহা। উভয় সংগঠনই নিজেদের বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার বলে দাবি করছে। কে কবে এবং কোথায় পূজার আয়োজন করেছিল তার একটা চার্ট তৈরী করা যেতে পারে:

সংগঠন	স্থান	কবে
পূজা এসোসিয়েশন	পোলিশ ক্লাব, এ্যাশফিলড	৪ই অক্টোবার, শনিবার
সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ১	পোলিশ ক্লাব, এ্যাশফিলড	৬ই অক্টোবার, সোমবার
সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ২	গ্রন্ডভিল টাউন হল	৬ই অক্টোবার, সোমবার

মজার ব্যপার হলো প্রথম দু'টি হয়েছে একই জায়গায় কিন্তু দুই দিনে আর শেষ দুটি হয়েছে একই দিনে কিন্তু দুই জায়গায়। অনেক অমিলের মাঝে সামান্য মিল - মন্দ কি! আসলে একই দেশের মানুষ, একই দেবীর পূজা, এক দিনে, এক জায়গায়, এত একঘেয়েমি কার ভালোলাগে।

বৈবাহিক সুত্রে পশ্চিম বাংলা কমিউনিটির পূজাও দেখতে যাই প্রতি বছর। আমার নয়, বন্ধুবর আশিষ বাবলু'র বিয়ের কথা বলছি। এই সদালাপি, হাসিখুশি মানুষটি সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে - তিনি মানুষ খুন করা ছাড়া আর সব করতে পারেন। প্রমান হিসাবে নিচের ছবিটি উপস্থাপন করছি:

১১ অক্টোবর ২০০৮, Croydon Public School, CROYDON

ধর্ম-কর্ম নয়, শিল্প-কর্মের কথা বলছি। আমার মনে হয় দূর্গার মত আশিষ বাবলুরও আরো কয়েকটি অদৃশ্য হাত আছে। তা না হলে, সিডনীতে বসে, চার মাসে এমন বিশাল কাজ কিভাবে করা সম্ভব তা আমার মতো আরো অনেকের পক্ষেই বোঝা অসম্ভব!